কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারকগণ :**অরিজিৎ ব্যানার্জি, অপূর্ব সিনহা রায়,** বিচারপতিদ্বয় ।

চৌধুরি নূর আসমান
বনাম
পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য

এফ এম এ ৭৩৯/ ২০১৯ , ২০/১২/২০২২ -এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ভারতের সংবিধান, ২২৬ ধারায় -চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা-নবায়ন না করা - আবেদনকারী চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষা সহায়িকা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন-এবং তাঁর পরিষেবা চুক্তি সময়ের প্রগতির দ্বারা শেষ হয়েছিল, অকাল সমাপ্তির দ্বারা নয়।- চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, ম্যানেজমেন্ট তার পরিষেবা চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ ম্যানেজমেন্ট তার পরিষেবা সন্তোষজনক বলে মনে করেনি-ম্যানেজমেন্ট পুরোপুরি তার অধিকারের মধ্যে ছিল-এর কোনও সুযোগ ছিল না। পরিষেবার চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে বা অন্যথায় পরিষেবা চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিচালন কতৃপক্ষর শুনানি করা প্রয়োজন ছিল- পরিচালনা কমিটি আবেদনকারীর কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য ক্ষমতায়িত এবং সক্ষম ছিল এবং সন্তুষ্ট না হলে তার পরিষেবা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করতে অস্বীকার করতে পারে।- আবেদনকারীকে ক্ষতি গ্রস্ত করা হয়েছে বা অন্য কর্মচারীকে অযৌক্তিক অনুগ্রহ দেখানো হয়েছে এমন কিছু দেখানো হয়নি-এটিও প্রদর্শিত হয়নি যে পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তটি নির্বিচারে বা প্রতারনা মুলক ছিল-পরিষেবা চুক্তির পুনর্নবীকরণ না করাকে অবৈধ বলা যায় না।

ডাব্লু .পি সালের ৬২৯৪ (ডাব্লু)/ ২০০৮, ডি / (ক্যাল)- সমর্থিত

(অনুচ্ছেদ ১৮,১৯,২০,২১)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
ডাব্লু .পি ৬২৯৪ (ডাব্লু)/২০০৮ , ডি/- ০৯.০৮.২০১৮	অনুচ্ছেদ নং। (১ ,৮)
এ আই আর ১৯৮০ এসসি ৪২	অনুচ্ছেদ নং . (১২)
এ আই আর ১৯৭৮ এসসি ৫৯৭	অনুচ্ছেদ নং .(১২)

আইনজীবীদের নাম

সর্দার আমজাদ আলী, মাননীয় বরিষ্ঠ আইনজীবী, সামিরুল সরদার, মাসুম আলী সরদার, মো. আব্দুল আলিম , মিসেস সুচরিতা রায় আবেদনকারীর পক্ষে; প্রতিবাদীর পক্ষে রেজাউল হোসেন।

1.অরিজিৎ ব্যানার্জি, বিচারপতি। - ৯ই আগস্ট, ২০১৮ তারিখের একটি রায় এবং আদেশ, যার মাধ্যমে আপিলকারীর রিট পিটিশন ডাব্লু .পি ৬২৯৪ (ডাব্লু)/২০০৮ খারিজ করা হয়েছিল, এই আবেদনে চ্যালেঞ্জের অধীনে রয়েছে।

2.আবেদনকারী বিশিষ্ট একক বিচারকের কাছে এই যুক্তি দেখিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি নলহাটি-১ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে পাইকপাড়া শেখপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের (সংক্ষেপে 'উক্ত এসএসকে') তৃতীয় পদে 'সহায়িকা' হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।প্রাথমিকভাবে তাঁর নিয়োগ এক বছরের জন্য হয়েছিল।তাঁর চাকরির চুক্তি সময়ে সময়ে ২০০৪-২০০৫ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।প্রদত্ত পরিষেবার জন্য তিনি উক্ত সময়ের জন্য সম্মানী অর্থ পেয়েছিলেন।এরপর চাকরীর চুক্তি নতুন করে করা হয়নি।তিনি স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙঘনের অভিযোগ করেছিলেন।তিনি বলেন যে,

তাকে কখনও জানানো হয়নি যে তার চুক্তি নতুন করে করা হবে না বা কর্তৃপক্ষ তার চাকরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার বক্তব্য শোনেননি।

3.এটি প্রতীয়মান হয় যে এর আগে আপিলকারী ডাব্লু. পি. ২৬৬৫৫৬ (ডাব্লু)/২০০৬ দাখিল করে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই রিট পিটিশনে তাঁর অভিযোগ ছিল তাঁর চাকরি বন্ধ করার সময়, উক্ত এসএসকে সহায়িকার ৪ নং পদে মুক্তারা বেগম নামে অন্য এক মহিলার চাকরির চুক্তি নতুন করে করেছিলেন।তিনি অভিযোগ করেন যে বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করা তাঁর আবেদন বিবেচনা করা হয়নি।

4.২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়ে উক্ত রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল "আবেদনকারীর দ্বারা তার বিবেচনার জন্য তৈরি করা কারণগুলি বিবেচনা করার জন্য এবং তাকে এবং অনান্য সম প্রভাবিত পক্ষদের

শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে দু সপ্তাহ সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে একই কথা জানিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে।"

5.উক্ত আদেশ অনুসারে, বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপিলকারীর পাশাপাশি উক্ত এসএসকে-র পরিচালনার প্রতিনিধির কথাও শুনেছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, এসএসকে-র পরিচালন কমিটির পরিষেবা চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্তকে অবৈধ বা অনুপযুক্ত বলা যাবে না।২০০৬-২০০৭ বর্ষে সহায়িকার শূন্য পদের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর নিয়োগ দেওয়ার আবেদন সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন যে যেহেতু আবেদনকারী আর সহায়িকা নন, তাই তাকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে,অর্থাৎ তাকে বিজ্ঞাপনের অনুযায়ী আবেদন করতে হবে এবং যথাযথ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

6. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত আদেশকে আপিলকারী বর্তমান দফার মামলা মোকদ্দমায় মাননিয় একক বিচারকের সামনে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

7. এই আপিলের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেওয়া হয়।উক্ত আদেশের মূল অংশটি নিম্নরূপঃ_

"রিট-আবেদনকারী একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ছিলেন যিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের একান্ত বিবেচনার ভিত্তিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য ছিলেন।তাই রিট-আবেদনকারী এক বছরের পরের সময় কোনও অধিকার দাবি করতে পারবেন না। ২০০৫ সাল পর্যন্ত রিট-আবেদনকারীর চুক্তি নবায়ন সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেচনার ভিত্তিতে ছিল।

২০০৮ সালের ১১ ই জানুয়ারি বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা আদেশে অন্যান্য কারণও উল্লেখ করা হয়েছে।

রিট আবেদনকারীকে উপস্থিতিতে অনিয়মিত ছিলেন, নিষ্ঠাহীন এবং সর্বদা অন্যান্য 'সহায়িকাদের' সাথে ঝগড়া করতে দেখা গেছে।এটি কেন্দ্রের শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করছিল।উক্ত আদেশে আরও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, মাত্র ৮৬ জন শিক্ষার্থী নথিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এসএসকে চারটি

'সহায়িকা' নিয়ে চলছিল।পরবর্তীকালে সরকারের নিয়ম অনুযায়ী 'সহায়িকাদের' সংখ্যা কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

তারপরেও আবেদনকারীর মামলার বিবেচনার উদ্দেশ্যে, চতুর্থ 'সহায়িকা'-র ক্ষেত্রে, রিট আবেদনকারীর আচরণ যথাযথ হওয়া উচিত ছিল।রিট-আবেদনকারীর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে, বিতর্কিত আদেশে যেমন বলা হয়েছে, তিনি চারটি 'সহায়িকা'-র পরেও পুনর্নবীকরণের কোনও অধিকার দাবি করতে পারতেন না।

আমি আদেশে একেবারেই কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাই না।এটি বিস্তৃত এবং সঙ্গত কারণ সহ।

অতএব, ডব্লিউ পি ৬২৯৪ (ডব্লিউ)/২০০৮ রিট-পিটিশনটি এতদ্বারা খারিজ করা হয়।খরচের ব্যাপারে কোনও অর্ডার নেই। "

8. তাই এই আপিল।

9.আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে সর্দার আমজাদ আলী, মাননীয় বরিষ্ঠ আইনজীবী বাংলা ভাষায় সংশ্লিষ্ট পরিষেবা চাকরির চুক্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যার প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি নিম্নরূপ ছিলঃ_

1. শেখপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পাইকপাড়ার পরিচালনা কমিটি চৌধুরী নূর আসমানকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষা সহায়িকা হিসাবে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ করে।

৫. শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কাজে সহায়তা করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করা উচিত।

৭. ম্যানেজিং কমিটির অনুমতি ছাড়া তিনি অনুপস্থিত থাকবেন না বা অন্য কোনও পরিষেবা ব্যবসা বা পেশায় নিযুক্ত থাকবেন না।

9. চুক্তিটি ২০০৩ সালের ২ রা মে থেকে কার্যকর হবে এবং ২০০৪ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

10. কেন্দ্রের ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে এক মাসের নোটিশ বা এক মাসের জন্য অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই চুক্তি বাতিল করতে পারে।একইভাবে তিনি এক মাসের নোটিশ দিয়ে অথবা এক মাসের বেতনে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন।

11. যদি ম্যানেজিং কমিটি লক্ষ্য করে যে তার আচরণ উপযুক্ত নয় বা এখানে উল্লিখিত শর্তগুলির মধ্যে কোনওটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে ম্যানেজিং কমিটি তাকে প্রতিরোধ করার সুযোগ দিয়ে নিয়োগ বাতিল করার অধিকারী হবে।

i) যে কোনও ধরনের মাদকদ্রব্য বা যে কোনও ধরনের ক্ষতিসাধক নেশায় আসক্ত থাকেন।

ii) অনুমতি ছাড়াই কাজে অনুপস্থিত থাকুন।

iii) কর্তব্য পালনে অবহেলা (?) করা।

iv) পরিচালনা কমিটির আদেশ অমান্য করা।

v) কেন্দ্রের কোনও সম্পত্তি চুরি করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের সম্পত্তির ক্ষতি করা, তহবিলের অবমূল্যায়ন/তছরুপ।

vi) শিক্ষা কেন্দ্রের শৃঙ্খলা লঙ্ঘন।

vii) চুক্তির যে কোনও শর্ত অমান্য করা "।

10. মাননীয় বরিষ্ঠ কাউন্সেল বলেন যে পরিষেবার শর্তে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি এসএসকে-র ব্যবস্থাপনা আবেদনকারীর পরিষেবা চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাদের আবেদনকারীর কাছে শুনানির সুযোগ দিতে হবে।এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা।তবে, আপিলকারীকে শুনানির কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

11.মাননীয় কাউন্সেল আরও বলেন যে, আপিলকারীর কর্মক্ষমতা যদি ভালো না থাকত, তা হলে তাঁর পরিষেবা চুক্তি সময়ে সময়ে নবায়ন করা হত না।সুতরাং, ম্যানেজিং কমিটির তাঁর চাকরি পুর্ননবীকরণ না করার কোনও কারণ ছিল না।তিনি বলেন যে এটি অত্যন্ত অনিয়মিত এবং স্বজনপোষণের ইঙ্গিত দেয় যে ৩ সহযিকা পদে তাঁর চাকরি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ৪ সহায়িকা পদে মুক্তারা বেগমের চাকরি অব্যাহত ছিল।এবং বলেন যে, যদি এমন হয় যে, যুক্তিসঙ্গতভাবে বলতে গেলে, উক্ত এস. এস. কে-র চারজন সহায়িকার প্রয়োজন ছিল না, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে ৪ সহায়ক পদে মুক্তারা বেগমের চাকরি বাতিল করা উচিত ছিল এবং আপিলকারীর পরিষেবা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা উচিত ছিল।

12. মাননীয় কাউন্সেল সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলেনঃশ্রীমতি মানেকা গান্ধী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অনান্য, এআইআর ১৯৭৮ এসসি **৫৯৭ এবং মহারাষ্ট্র** রাজ্য বনাম বীরাপ্পা আর সাবোজি এবং অনান্য, এআইআর ১৯৮০ এসসি ৪২-এ রিপোর্ট করা **হয়েছে। মানেকা গান্ধীর মামলার উপর** নির্ভর করা হয়েছিল। প্রস্তাবের জন্য যে এমনকি যেখানে কোনও সংবিধি বা প্রণীত নিয়মে কোনও নির্দিষ্ট বিধান নেই। এর অধীনে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য, যা সেই ব্যক্তির অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে, শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের প্রকৃতি থেকে বোঝানো হবে যার শাস্তিমূলক বা ক্ষতিকারক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।মহারাষ্ট্র রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছিল এই প্রস্তাবের জন্য যে, যখন কোনও সরকারি কর্মচারীর চাকুরির অবসান শুধুমাত্র অবসান নয়, তবে এই ধরনের ব্যক্তিকে কলঙ্কিত করে, তখন সংবিধানের ৩১১ (২) অনুচ্ছেদের বিধানগুলি মেনে না চলে তাঁকে বরখাস্ত করা যাবে না, যার মূল অংশটি নিম্নরূপঃ_

"উপরোক্ত কোন ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করা এবং সেই অভিযোগের বিষয়ে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া তদন্তের পরে ব্যতীত বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদমর্যাদায় হ্রাস করা হবে

না।"

13. রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত হয়ে আইনজীবী মিঃ হোসেন বলেন, সহায়িকা হিসাবে আবেদনকারীর নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে চুক্তিভিত্তিক, যা এসএসকে পরিচালনার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বার্ষিক পুনর্নবীকরণ সাপেক্ষে। দ্বিতীয়ত, আপিলকারীর চাকরি বাতিল করা হয়নি।আবেদনকারীর পরিষেবা চুক্তি ২০০৪-২০০৫ সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে শেষ হয়।চুক্তি নবায়ন করা হয়নি।

14. মাননীয় কাউন্সেল বলেন যে, এসএসকে-র ম্যানেজিং কমিটির আপিলকারীর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার ক্ষমতা রয়েছে এবং সন্তোষজনক না হলে তার পরিষেবা চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করার অধিকার রয়েছে।বর্তমান ক্ষেত্রে ঠিক এটাই করা হয়েছে।

15.মাননীয় কাউন্সেল অবশেষে স্মারকলিপি নং দ্বারা পেশ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ২৩ শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখে ২২১৭-পিএন/ও/আই/ও- ২০০৩ (নীতি) জারি করা হয়েছে, সহায়কদের নিযুক্তির জন্য একটি নতুন পদ্ধতি এবং নতুন পরিষেবার শর্ত চালু করা হয়েছে।তদনুসারে, এস. এস. কে বা অন্য কোথাও সহায়িকার কোনও শূন্য পদে আবেদনকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।

16. জবাবে আপিলকারীর পক্ষে সিনিয়র কাউন্সেল ১১ ই জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের একটি রায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যা মাননীয় একক বিচারকের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।উক্ত বাক্যটি এইভাবে উল্লেখ করে;-"পরে উক্ত পরিচালনা কমিটির দ্বারা ০৫.০৬.২০০৫এ আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।" মাননিয় কাউন্সেল বলেন যে এটি তাই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি পালন না করে পরিষেবা চুক্তির সমাপ্তির একটি মামলা।

17. আমরা পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধের প্রতি আমাদের উদ্বেগজনক বিবেচনা প্রকাশ করেছি।

18. আপিলকারীর চাকরি সম্পূর্ণরূপে চুক্তিভিত্তিক ছিল।তাঁর প্রাথমিক নিয়োগ ছিল এক বছরের জন্য।তাঁর পরিষেবা চুক্তি সম্পূর্ণরূপে এসএসকে-র বিবেচনার ভিত্তিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য ছিল। প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিষেবার চুক্তি 2005 সাল পর্যন্ত পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল এবং তারপরে এসএসকে-র পরিচালনা কমিটি তার পরিষেবা চুক্তি আর পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার চুক্তি পরিষেবা পুনর্নবীকরণ করার কোনও কায়েমি স্বার্থ ছিল না। আগের দফার মামলা মোকদ্দমায় তিনি এই আদালতে যাওয়ার পরে, সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই আদালত বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করার নির্দেশ দেয়।জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপিলকারী সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কথা শুনেছেন এবং

১১ই জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করেছে।অতএব, তাঁকে শুনানির সুযোগ না দেওয়ার নিয়োগের অভিযোগ ভিত্তিহীন।এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপিলকারীকে একটি সম্পূর্ণ শুনানির সুযোগ দেন।উপরে উল্লিখিত আপিলকারীর পক্ষে মাননিয় কাউন্সেল দ্বারা নির্ভর করা দুটি সিদ্ধান্তে আইনের নীতিগুলির কোনও লঙঘন নেই।

19. আবেদনকারীর আরও যুক্তি ছিল যে, তাকে চাকরি থেকে অপসারিত করার আগে এসএসকে-র পরিচালন সমিতির দ্বারা তাঁকে শুনানির সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।তিনি পরিষেবার চুক্তির ১১ নং ধারার উপর নির্ভর করেন যা উপরে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে।আবেদনকারীর এই যুক্তি হল ভুল ধারণা।১১ নং ধারায় পরিষেবা চুক্তির অকাল সমাপ্তি বা অকাল সমাপ্তির কথা বিবেচনা করা হয়েছে। ঐ ধারায় উল্লিখিত এক বা একাধিক কারণে নিয়োগ বাতিল করা।বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে ১১ নম্বর ধারাটি কার্যকর হবে না।আবেদনকারীর চাকরির চুক্তি সময়ের প্রবাহের দ্বারা শেষ হয়, অকাল সমাপ্তির দ্বারা নয়।চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, এসএসকে-র পরিচালন সামিতি আবেদনকারীর পরিষেবা চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেয় কারণ প্রশাসন তার পরিষেবা সন্তোষজনক বলে মনে করেনি।পরিচালন সামিতি তা করার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।পরিচালন কর্তৃপক্ষ আপিলকারীর পরিষেবা চুক্তি

নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপিলকারীকে শুনানির কোনও সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সেটা পরিষেবার চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে বা অন্যথায়।রাজ্যের মাননীয় কৌঁসুলি যথাযথভাবে পেশ করেছেন যে সংশ্লিষ্ট এসএসকে-র পরিচালনা কমিটি আবেদনকারীর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য ক্ষমতায়িত এবং সক্ষম এবং যদি তাতে সন্তুষ্ট না হয় তবে পরিচালনা কমিটি তার পরিষেবা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করতে অস্বীকার করতে পারে।

20. স্বজনপোষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে, আমরা তাতে সহমত নই।আবেদনকারীর পরিষেবা চুক্তি নবায়ন না করে মুক্তারা বেগমের পরিষেবা চুক্তি নবায়ন করা সংশ্লিষ্ট এসএসকে-র পরিচালনা কমিটির একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল যিনি ৪ সহায়ইকা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। উক্ত ২ জন সহায়িকার কাজের মানের ভিত্তিতে।আবেদনকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে বা মুক্তারা বেগমকে অযৌক্তিক অনুগ্রহ দেখানো হয়েছে এমন কিছু পেশ হয়নি।পরিচালনা কমিটির এই ধরনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে রিট কোর্ট অত্যন্ত সময় নেবে।এটি প্রমাণিত হয়নি যে সংশ্লিষ্ট এসএসকে-র পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত যে কোনও অর্থে স্বেচ্ছাচারী বা দুর্বোধ্য বা বিকৃত ছিল।

21. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটি মাননীয় একক বিচারপতির সামনে চ্যালেঞ্জের অধীনে ছিল। মাননীয় বিচারক উক্ত আদেশে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাননি।জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে আমরা কোনও অবৈধতা বা পদ্ধতিগত অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি না।এটি একটি স্পষ্ট কারণ সম্বলিত যথাযথ আদেশ। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম মেনে এই আদেশ জারি করা হয়।রিট আদালত পরীক্ষা করার সময় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি প্রশাসনিক আদেশের বৈধতা সিদ্ধান্তের গুণাগুণের সাথে ততটা সম্পর্কিত নয় বরং সিদ্ধান্তটি যেভাবে নেওয়া হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত।আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবে।এটি আপিল আদালত হিসেবে কাজ করবে না।আমাদের বিবেচিত

দৃষ্টিতে, বর্তমান মামলায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কোনও ভিত্তি আবেদনকারী/রিট আবেদনকারীর কাছে উপলব্ধ ছিল না। মাননীয় বিচারক সঠিকভাবেই হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিলেন।আমরা এই আবেদনে অভিযুক্ত মাননীয় বিচারকের আদেশকে সমর্থন করি।

22. আপিলটি ব্যর্থ হয় এবং খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হয়।

23. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইটের অনুলিপিগুলি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলার সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

24. .আমি সম্মতি জানাই। -- **অপুর্ব সিংহ রায়, বিচারপতি।**

আপিল খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.